09 JAN 2017

যশোর আর্মি মেডিক্যাল কলেজে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক ডা. নাজিয়া আক্তার ঊর্মি

# উন্নত চিকিৎসক তৈরির নতুন দ্বার উন্মোচনের পথে

## পাঁচ আর্মি মেডিক্যাল কলেজ

■ আহমেদ সাঈদ বুলবুল, যশোর থেকে

ক্লাশরুমের একপাশে স্টিলের দুটো বড় বাক্সে দুটো ক্যাটাবার (লাশ)। আরেকদিকে গামলায় থরে থরে সাজানো মানবদেহের ভিসেরা— কিডনি, ফুসফুস, যকৃত, হার্ট, জিহ্বা, ব্রেন ইত্যাদি। কৃত্রিম না, এ সবই সত্যি আর মানব অঙ্গ। ফরমালিন বা কেমিক্যালে চুবিয়ে রাখা হয়েছে এগুলো। এসবের মধ্যেই ক্লাশ চলছে শিক্ষার্থীদের। যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজের ব্যবহারিক ক্লাশে অ্যানাটমির প্রভাষক ডা. নাজিয়া আক্তার ঊর্মি ২৫ জন শিক্ষার্থীর এক ব্যাচকে পাঠদান করছিলেন। তিনতলায় তাত্ত্বিক ক্লাশে সহযোগী অধ্যাপক ডা. শফিকুর রহমানের পড়ানোর বিষয় ছিল কমিউনিটি মেডিসিন। এই ক্লাশটি মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ। ক্লাশের ৫০ জনের তিন ভাগ অর্থাৎ ৩৬ জনই নারী শিক্ষার্থী।

কর্তৃপক্ষ জানালেন, তাত্ত্বিক ক্লাশে ৫০ জনের পুরো শিক্ষার্থী দল একসাথে পাঠ গ্রহণ করেন। আর ব্যবহারিক ক্লাশের একেক ব্যাচে শিক্ষার্থী থাকেন ২৫ জন করে। শুধু যশোর নয়, আরও চারটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বগুড়া ও রংপুরেও একইভাবে চিকিৎসক তৈরির শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। দু'বছর পর দেশের নতুন এই পাঁচ মেডিকেল কলেজ থেকে আড়াইশ' চিকিৎসক উপহার পাবে দেশ। দেশের স্বাস্থ্যসেবায় এসব চিকিৎসকরা নতুন দ্বার উন্মোচন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

২০১৫ সালের ১০ জানুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন এসব মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন করেন। ২০১৪-১৫ বছরে এসব কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে চলছে তৃতীয় ব্যাচের কার্যক্রম। এ ব্যাচে সারাদেশের ২৫০টি আসনের জন্য প্রার্থী ছিলেন প্রায় সাড়ে ৫ হাজার। আগামী বছর থেকে ঢাকার আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের সাথে একযোগে এই পাঁচটি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানের ৫০ জনের স্থলে ৬৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সংখ্যা একশ' জনে উন্নীত করা হবে। তখন আর্মি মেডিকেল কলেজের মাধ্যমে দেশ প্রতিবছর ৫শ' করে নতুন চিকিৎসকের সেবা পাবে।

প্রতিটি মেডিকেল কলেজই আবাসিক। এ রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচির প্রভাব শিক্ষাকে ব্যাহত করতে পারে না। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সরকার নির্ধারিত টিউশন ফি নেয়া হয় এখানে। পাঁচটি মেডিকেল কলেজের পরিচালনা পর্ষদে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্যান্টনমেন্টের জিওসি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বসিত এখানে লেখাপড়া শিখতে এসে। ঢাকার আগারগাঁও থেকে পড়ালেখা করতে এসেছেন মালিহা। বললেন এখানকার লেখাপড়া এবং শৃঙ্খলা খুবই ভালো। খুলনার খালিশপুরের মেয়ে অদ্রিতা বলেন, কলেজের ডরমেটরি, উন্নতমানের খাবার ও সেনিটেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো মানের। এমনকি এখানে টি-ব্রেকেরও সুবিধা রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রভাব পড় না বলে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করা যায়। যশোর শহরের পোস্টঅফিস পাড়ার ছেলে সুদীপ্ত বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং খেলাধুলার উপর কলেজে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

অ্যানটমি বিভাগের প্রভাষক ডা. নাজিয়া আক্তার ঊর্মি বলেন, এখানে যেভাবে পাঠদান করা হয়, তা একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে বিশেষভাবে সহায়ক। নিজেরা ভালোভাবে লেখাপড়া করলে এখানকার ছেলেমেয়েরা একাডেমিক এবং পেশাগতভাবে দারুন করবে।

যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল মো. জোবায়দুর রহমান বলেন, অন্যান্য মেডিকেল কলেজ থেকে এখানকার পরিবেশ আলাদা। শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। এটা পুরোপুরি আবাসিক। এখানে কোনো রাজনীতি নেই বলে অ্যাবসেন্ট বা ক্লাশ মিস করার কোনো সুযোগ নেই। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তারা ইন্টার্নি করার সুযোগ পাবে। সুশৃঙ্খল মানুষ হিসেবে তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। কলেজের সুবিধা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, এ পর্যন্ত ৩টি ব্যাচ ভর্তি করেছি। সে অর্থে এটা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে বেসিক সাবজেক্টে যে ধরনের ফ্যাসিলিটিজ থাকা দরকার তার সবটাই নিশ্চিত করেছি। ছাত্র-ছাত্রী এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে দুর্বলতা থাকলে সেগুলো দূর করছি। ৮ একর জায়গার নিজস্ব ক্যাম্পাসে কলেজ চলে যাবে। ২০১৯ সালে এখানকার প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে। আদর্শ ডাক্তার তৈরির জন্য যে ধরনের সুবিধা থাকা দরকার, তার পুরোটাই আমরা নিশ্চিত করেছি।